ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার-৫
বিশালগড়, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫

আব্দুল গফুরের স্বপ্ন পূরণ

।।কাকলি ভৌমিক।।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ফলে আমাদের রাজ্যেও কৃষকদের আয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। গতানুগতিক ফসল চাষ না করে নতুন নতুন ফসল চাষে কৃষকগণ উৎসাহিত হচ্ছেন। বিশালগড় মহকুমায় কৃষি দপ্তরের পরামর্শে ও উৎসাহে কৃষকগণ সরিষার চাষ করতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই তারা সাফল্যের মুখও দেখতে পেয়েছেন।

আব্দুল গফুর বিশালগড় ব্লকের একজন প্রগতিশীল সরিষা চাষী হিসেবে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি শুধু নিজেই সাফল্যের মুখ দেখেননি, সরিষা চাষের জন্য সমবয়সী কৃষকদেরও উৎসাহিত করছেন। সরিষা চাষের জন্য পরামর্শও দিচ্ছেন। বিশালগড় কৃষি সেক্টর অফিসের পক্ষ থেকে আত্মা প্রকল্পে ২০২৪ সালের ৮ নভেম্বর সরিষা চাষের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রঘুনাথপুরে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সরিষা চাষ, সংরক্ষণ, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং বিপননের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে আব্দুল গফুর সহ ৩৩ জন কৃষক বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের বিকল্প চাষে উৎসাহিত করে তাদের আয় বাড়ানো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সরিষা চাষ বিষয়ে কৃষকদের অবহিত করা। তিনমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে কৃষকদের ১ হেক্টর এলাকায় সরিষা চাষের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে ২৯,৪৩৯ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়। তাছাড়া বীজ, সার, ওষুধ দেওয়া হয় তাদের।

বিশালগড় এগ্রি সেক্টর অফিসার প্রদীপ দত্ত জানান, সরিষা চাষের জন্য ৩৯ কেজি বীজ প্রত্যেক কৃষককে দেওয়া হয়। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শষ্যের রোগজীবাণু প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়েও কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি জানান, উৎপাদিত সরিষা কৃষি দপ্তরই কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নেবে প্রতি কেজি ৮৫ টাকা দরে, যা নাকি বাজার দর থেকে বেশি। এতে কৃষকরা লাভবান হবেন এবং কম দামে তাদের উৎপাদিত সফল বিক্রি করতে হবেনা। আব্দুল গফুর তার জমিতে ২ মেট্রিকটন সরিষা উৎপাদন করেছেন। তিনি আশা করছেন আগামী মরসুমে আরও বেশি সরিষা উৎপাদন করতে পারবেন। তার স্বপ্নও পূরণ হবে। গফুর সহ অন্যান্য কৃষকগণ এখন আশা করছেন কৃষি দপ্তরের সহায়তায় তারা তাদের জমিতে এক ফসলের বদলে তিন রকম শস্য ফলাবেন। সরিষা ছাড়াও তারা ধান এবং বিভিন্ন ডাল জাতীয় শস্য চাষ করবেন। তারা আশাবাদী তাদের পরিশ্রম বিফলে যাবেনা। কৃষি দপ্তরের পরামর্শে ও সহায়তায় তাদের আয় আগের তুলনায় অনেক বাড়বে।

****